ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ANTI-CORRUPTION Investigative Journalism AWARDS 2024

দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৪

- টিআইবি ১৯৯৯ সাল থেকে 'দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার' প্রদান করছে। এই পুরস্কারে-
  - টেলিভিশন বিভাগ : ২০০৫ সাল থেকে;
  - আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ : ২০০৭ সাল থেকে;
  - ক্যামেরাপারসন সম্মাননা : ২০১১ সাল থেকে;
  - টেলিভিশন অনুসন্ধানী প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগ : ২০১৬ সাল থেকে প্রদান করা শুরু হয়।
  - জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিভাগ : ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রদান করা হয়। ২০২২ সাল থেকে আলাদাভাবে এই বিভাগের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে না।
- এই পুরস্কারের জন্য ২০২৪ সাল পর্যন্ত ২৬ বছরে প্রাপ্ত মোট প্রতিবেদন সংখ্যা ১ হাজার ৪ শত ৪০টি।

২০২৪ সাল পর্যন্ত ২৬ বছরে পুরস্কারের বিস্তারিত

- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদন সংখ্যা: ৯০ টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিবেদক/সাংবাদিক: ৮৮ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সংখ্যা: ১৩টি
- পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী সাংবাদিক: ০৭ জন
- পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যামেরাপারসন: ১৭ জন

২০২৪ সালের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী

নিরপেক্ষ ও অধিক গ্রহণযোগ্য বিচারকার্যের জন্য এবছর প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলো দুই দফায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক দফার বিচারকার্যে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিবেদনসমূহকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **পিনাকী রয়**
প্রধান প্রতিবেদক, দ্যা ডেইলি স্টার

২. **কবির আহমেদ (সুজন কবির)**
অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, একাত্তর টেলিভিশন

চূড়ান্ত পর্বের বিচারকমণ্ডলী

১. **রিয়াজ আহমেদ**
নির্বাহী সম্পাদক, ঢাকা ট্রিবিউন

২. **শাহনাজ মুন্নী**
সিনিয়র সাংবাদিক, নিউজ টোয়েন্টি ফোর

৩. **জুলফিকার আলি মাণিক**
অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক

৪. **মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা (বদরুদ্দোজা বাবু)**
অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক

৫. **মিরাজ আহমেদ চৌধুরী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিজিটালি রাইট

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০২৪:

২০২৪ সালে টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের জন্য সর্বমোট ৫৯টি প্রতিবেদন জমা হয়। যার মধ্যে–

- আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে ০৭টি
- জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে ৩৪টি
- টেলিভিশন বিভাগে ০৮টি এবং
- প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে ১০টি

এ বছর বিচারকদের মূল্যায়নে টেলিভিশন প্রতিবেদন বিভাগে একজন, জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে একজন এবং আঞ্চলিক সংবাদপ্রত্র বিভাগে একজন বিজয়ী হয়েছেন। বিজয়ীদের প্রত্যেককে সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট ও এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তবে বিচারকদের সম্মিলিত বিবেচনায় বিজয়ী টেলিভিশন প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ক্যামেরাপারসনের অনন্য বিশেষ ভূমিকা না থাকায় ক্যামেরাপারসনকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করা হয় নি। প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বিভাগে বিচারকদের সুপারিশে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিজয়ী প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটির জন্য সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: আঞ্চলিক সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন চট্টগ্রামের 'একুশে পত্রিকা ডট কম' এর প্রধান প্রতিবেদক **শরীফুল ইসলাম (শরীফুল রুকন)**। সাংবাদিক শরীফুল ইসলাম ২৩ থেকে ২৫ জুলাই ২০২৩-এ প্রকাশিত *'চিকিৎসাসেবকদের লোভের বলি রোগী'* প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত ৩ পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার অর্জন করেন।

'ডাক্তারদের পটাতে চেক বাড়ি গাড়ি সবই', *'উপহারের টাকা উসুল রোগীর গলা কেটে'* এবং *'কমিশন বাণিজ্যে দ্বিগুন রোগ নির্ণয়ের খরচ'* শিরোনামে তিন পর্বে স্বাস্থ্যসেবাখাতে এক শ্রেণীর চিকিৎসকের অতিরিক্ত অর্থের লোভ এবং ঔষধ বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অতি মুনাফার ভয়ংকর চিত্র প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে, চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তারদের অবৈধ উপায়ে মোটা অংকের চেক গ্রহণ এবং অর্থের বিনিময়ে রোগীর প্রেসক্রিপশনে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঔষধ লেখাসহ ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে কমিশন নেওয়ার কারণে রোগ নির্ণয়ের খরচ বৃদ্ধির প্রমানভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য তুলে আনা হয়। পাশাপাশি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকর্তৃক ডাক্তারদের ঘুষ দেওয়ার প্রভাবে রোগীর ঔষধ কেনার খরচ বৃদ্ধির তথ্যও প্রতিবেদনগুলোতে তুলে ধরা হয়।

জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগ

বিজয়ী: জাতীয় সংবাদপত্র বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ইংরেজি পত্রিকা দ্যা ডেইলি স্টার-এর জেষ্ঠ্য প্রতিবেদক জায়মা ইসলাম। ০৪ আগস্ট ২০২৩ দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত *S Alam's Aladdin's Lamp* শিরোনামে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

এই প্রতিবেদনে আলোচিত এস আলম গ্রুপের বিদেশে অর্থ পাচারের বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়, সিঙ্গাপুরে এস আলমের অন্তত ১০০ কোটি টাকার অর্থমূল্যের ব্যবসা রয়েছে। অথচ এই অর্থ বাংলাদেশ থেকে বৈধ উপায়ে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও অর্থ প্রেরণে কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রতিবেদনে এস আলম ও তার স্ত্রীর সাইপ্রাসে অর্থ বিনিয়োগ এবং নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়েও প্রমাণ তুলে ধরা হয়।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রতিবেদন)

বিজয়ী: টেলিভিশন বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের জেষ্ঠ্য প্রতিবেদক **আল-আমিন হক অহন**। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ যমুনা টেলিভিশনে 'অনিয়মের খনি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আইজিএ প্রকল্প' শিরোনামে প্রচারিত প্রতিবেদনের জন্য তিনি এই পুরস্কার অর্জন করেন।

প্রতিবেদনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য গৃহিত প্রকল্পে নানা অনিয়ম, দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরা হয়। ঘুষের বিনিময়ে সুবিধাবঞ্চিত তালিকায় নাম উঠানোসহ প্রকল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের নিম্নমান ও পণ্য বিতরণে অনিয়মের বিষয়টি দেখানো হয়েছে। প্রকল্পে ভুয়া সুবিধাপ্রাপ্তদের অনেকেই শেখার জন্য অংশগ্রহণ না করে ভাতার জন্য অংশগ্রহণ করায় ৯৫ শতাংশ নারীর-ই প্রশিক্ষণ কাজে আসছে না- এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সাবলম্বী করার জন্য বিতরণযোগ্য কোটি টাকার সেলাই মেশিন ফেলে রাখার তথ্য দেখানো হয়।

টেলিভিশন বিভাগ (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান)

বিজয়ী: টেলিভিশন (প্রামাণ্য অনুষ্ঠান) বিভাগে বিজয়ী হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'তালাশ'। ২০২৩ সালের ১৪ এপ্রিল *'গরিবের চাল-আটা খায় ডিলার ও কর্মকর্তায়'* শিরোনামে প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের জন্য তালাশ টিম এবছর এই পুরস্কার অর্জন করে।

প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানটিতে দেখানো হয় যে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে সাধারণ দরিদ্র মানুষকে স্বস্তি দিতে সরকার যে ওএমএসের ব্যবস্থা করেছিলো সেখানে নিম্ন আয়ের মানুষ শতভাগ চাল-আটা পায় না। খাদ্য অধিদপ্তরের কিছু দুর্নীতিবাজ ডিলার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগসাজশের মধ্য দিয়ে গরীবের চাল-আটা নিজেরাই আত্মসাত করে। এই চাল-আটা পরবর্তীতে গুদামে রাখা হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় চড়া দামে বিক্রি করার প্রমাণ পাওয়া যায়- যা এই প্রামাণ্য অনুষ্ঠানে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

****